170

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭৮ কলাম ১

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

আজিজ আহমেদ চৌধুরী
মহাপরিচালক
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন
পরিবীক্ষণ ইউনিট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।

দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ আইন পাশ হয়। এই আইনের আওতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় ওয়ার্ড কমিটিসমূহকে। এই বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্রে ওয়ার্ড কমিটিসমূহের কর্মকান্ড তদারক ও সমন্বয় করার জন্য ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, দেশে মোট জেলা কমিটির সংখ্যা ৬৪টি, থানা কমিটির সংখ্যা ৪৮১টি, ইউনিয়ন কমিটির সংখ্যা ৪,৪৬০টি, ওয়ার্ড কমিটির সংখ্যা ১৩,৩৮০টি। এই সকল কমিটিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন স্তরের জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করা হয়। ওয়ার্ড কমিটিসমূহ যথারীতি প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠান করিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি, বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি, উপস্থিতি, ঝরে পড়া ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশু-জরীপ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের সকল শিশুদের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা আবশ্যক। এই লক্ষ্য নিয়া অনেকটা আদমশুমারীর রীতিনীতির অনুরূপভাবে ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সালে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সারা দেশে ৬ + হইতে ১০ + বয়সী শিশু জরীপ করা হয়। ওয়ার্ড কমিটিসমূহ নিজ নিজ ওয়ার্ডে জরীপের কাজ পরিচালনা করে। সরকারী ও রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ নিজ নিজ বিদ্যালয় এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া শিশুদের তথ্যাদি সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। জরীপকৃত প্রতিটি বাড়িতে সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া হয় এবং সংগে সংগে তাহার সঠিকতা বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক যাচাই করা হয়। ১৯৯৩ সনের ডিসেম্বর মাসে সর্বশেষ জরীপ করা হয়। এই জরীপে জানা যায়, দেশে ৬ + হইতে ১০ + বয়সী শিশুর সংখ্যা মোট ১,৭৪,১৯,২৫৩ জন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সরকারী/বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা পরিদর্শণ করিয়া জরীপ, ভর্তি ও ভর্তির হার, উপস্থিতি ও উপস্থিতির হার, গঠিত কমিটি ও অনুষ্ঠিত সভা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও মনিটর করা হয়। নমুনা হিসাবে গত শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৩ সালে কয়েকটি থানার সব কয়টি বিদ্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন থানার আরও ৩২টি ইউনিয়ন নিবিড়ভাবে এবং ১৭১টি থানার ৯০৩টি বিদ্যালয় জরীপ ও পরিদর্শণ করা হইয়াছে।

দেশে বাধ্যতামূলক আইন জারী করার পর রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এই সব বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষকগণকে অনুদান ও ট্রেনিং প্রদানের বিষয়গুলি বিবেচনায় আসে। ১৯৯১ শিক্ষাবর্ষ হইতে ৮,৮৩০টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে অনুদান প্রদান করা হইতেছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এই অনুদান প্রদান করা হয়। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নতুন রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত আরো ২৫০০টি বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রতি ইউনিয়নের একটি করিয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে চলতি অর্থ বৎসরের জানুয়ারী হইতে অনুদান দেওয়া হইতেছে।

১৯৯২ শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষামূলক-ভাবে দেশের ৬৮টি থানা এবং ১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষ হইতে সকল থানা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। ১৯৯২ শিক্ষাবর্ষে ৬৮টি থানায় ১ম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির হার ৮৫%। পক্ষান্তরে এই সময় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এলাকায় ভর্তির হার ছিল মাত্র ৭৫%। ইহাতে দেখা যায়, উক্ত ৬৮টি থানায় ৯২ সালে ১ম শ্রেণীতে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে ১০%। ১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষে সারাদেশের সকল থানায় ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছে ৮৬.৭৮% অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১১.৭৮%। ১৯৯৪ সনের সম্পূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হইলে আশা করা যায়, ভর্তির হার আরো বৃদ্ধি পাইবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটির কর্মতৎপরতা, অভিভাবক ও শিশুদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে পরিচালিত উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ড ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী ব্যাপক গণচেতনার সৃষ্টি করিয়াছে। সকলের মিলিত চেষ্টায় এই কর্মসূচী অভিপ্রেত সাফল্যের দিকে আগাইয়া যাইবে-ইহাই সকলের প্রত্যাশা।